ব্যাপ্তি

ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির অপরিহার্য শর্ত। ব্যাপ্তিজ্ঞান না হলে অনুমিতি হয়না। ব্যাপ্তির লক্ষণে অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহে বলেছেন 'যত্র ধূমঃ তত্র অগ্নিঃ ইতি সাহচর্যনিয়মঃ ব্যাপ্তিঃ' – এখানে ধূম বলতে হেতু ও অগ্নি বলতে সাধ্যকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং ব্যাপ্তি বলতে বোঝায় – হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সহচর সম্বন্ধ। তাহলে ব্যাপ্তির প্রকৃতি বোঝার জন্য 'সহচর' ও 'নিয়ম' শব্দ দুটির অর্থ জানা প্রয়োজন।

'নিয়ম' বলতে বোঝায়, যা নিয়ত বা ব্যতিক্রমহীন। যার ব্যতিক্রম নেই তাই নিয়ম। তাহলে 'সহচর নিয়ম' কথার মানে হল – 'ব্যতিক্রমহীন সহচর' বা সাহচর্য'। দুটি বিষয়ের সাহচর্য যদি ব্যতিক্রমহীন হয় তবে তারা 'সহচর নিয়মে' আবদ্ধ বলতে হবে। 'ক' ও 'খ' এর সম্পর্ক যদি এমন হয়ে, ক- থাকলে খ- ও থাকে, আর খ- না থাকলে ক- ও থাকে না তাহলে তারা 'সহচর নিয়মে' আবদ্ধ হয়।

'সহচর' বলতে সমানাধিকরণ বা একাধিকরণ বোঝায়। দুটি বিষয় একই অধিকরণে থাকলে তাদের মধ্যে সহচর সম্বন্ধ আছে বুঝতে হবে। ধূম ও বহ্নির মধ্যে সহচর সম্বন্ধ কেননা যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি; আবার যেখানে বহ্নির অভাব সেখানে ধূমের অভাব। ধূম ও বহ্নির অধিকরণ একই। রান্নাশালায়, গোশালায়, চত্বরে, যজ্ঞবেদীতে দেখা যায় ধূম থাকলে বহ্নি থাকে, বহ্নি না থাকলে ধূম ও থাকে না।

এপ্রকার হেতুর সঙ্গে সাধ্যের সহচর সম্বন্ধ হল ব্যাপ্তি সম্বন্ধ। পর্বতে ধূম দর্শন করে সেখানে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে ধূম হচ্ছে হেতু আর বহ্নি হচ্ছে সাধ্য। ধূম ও বহ্নির মধ্যে সহচর সম্বন্ধ আছে – অর্থাৎ ধূম বহ্নি একই অধিকরণে থাকে। ধূম ও বহ্নির মধ্যে যে সাহচর্য তা নিয়ত ও, কেননা যখন এবং যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্নি থাকে।

ব্যাপ্তি সম্বন্ধ হলো ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ। এখানে অর্থ জানার জন্য 'ব্যাপক' ও 'ব্যাপ্য' শব্দ দুটির অর্থ জানা প্রয়োজন। যার দ্বারা ব্যাপ্ত হয় তাকে ব্যাপক এবং যা ব্যাপ্ত হয় তাকে ব্যাপ্য বলে। ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ

হচ্ছে ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ – ধূম ব্যাপ্য আর বহ্নি ব্যাপক। বহ্নি ধূমের ব্যাপক আর ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। সাধারণত যা ব্যাপক তার পরিধি যা ব্যাপ্য তার পরিধি অপেক্ষা বেশি। ব্যাপক সর্বদা তার ব্যাপ্যকে অনুসরণ করে ধূম বহ্নি অপেক্ষা অল্প স্থানে থাকে অর্থাৎ বহ্নির সকল স্থলে ধূম থাকে। যত স্থানে বহ্নি থাকে তার সকল স্থানে ধূম থাকে না কিন্তু যত স্থানে ধূম থাকে তার সকল স্থানে বহ্নি থাকে যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ডে বহ্নি থাকলেও ধূম থাকে না। কারণ বহ্নি ধূমের দ্বারা ব্যাপ্ত নয়। ধূম ও বহ্নির ক্ষেত্রে তাই ধূম ব্যাপ্য বহ্নি ব্যাপক। এ কারণে ধূমকে হেতু করে ও বহ্নিকে সাধ্যরূপে গণ্য করে অনুমান করা চলে। কেননা ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ এবং ব্যাপ্য যেখানে থাকে সেখানে ব্যাপক থাকবেই। কিন্তু ব্যাপককে হেতুরূপে গণ্য করে ব্যাপ্যকে অনুমান করা যায় না। কেননা ব্যাপকের সকল স্থলেই ব্যাপ্য থাকে না।

ব্যাপ্তি সম্বন্ধ অনৌপাধিক অর্থাৎ শর্তহীন। অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের সম্বন্ধ কোন শর্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না যেমন ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ অনৌপাধিক বা শর্তহীন অর্থাৎ যেখানে ধূম থাকে সেখানে কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই বহ্নি থাকে কিন্তু বহ্নি ধূমের সম্বন্ধ শর্তহীন নয় কেননা আর্দ্র-ইন্ধন সংযোগ ছাড়া ধূম থাকে না যেমন তপ্ত লৌহ গোলক।

ব্যাপ্তির প্রকারভেদ – ব্যাপ্তি দু-প্রকার যথা সমব্যাপ্তি ও বিষমব্যাপ্তি। সমব্যাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাপ্য ও ব্যাপকের ব্যাপকতা সমান হয়, অর্থাৎ ব্যাপ্য ও ব্যাপক উভয়ে সমব্যাপক হয়। ক ও খ দুটি বিষয় তখনই সমব্যাপক হবে যদি এমন হয় যে, যেখানে ক সেখানেই খ এবং যেখানেই খ সেখানেই ক থাকে। সমব্যাপ্তির উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে- 'সকল উৎপত্তি

শীল বস্তু হয় বিনাশশীল', এখানে উৎপত্তি-শীল বস্তু ও বিনাশশীল বস্তু সমব্যাপক, কেননা যার উৎপত্তি আছে তার বিনাশ আছে আবার যার বিনাশ আছে তার উৎপত্তি। কাজেই, এক্ষেত্রে যেকোন একটি থেকে অপরটিকে হেতুভাবে অনুমান করা যায়।

বিষমব্যাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাপ্য ও ব্যাপকের ~~ব্যাপ্য~~ ব্যাপকতা ভিন্ন হয়, অর্থাৎ, সমব্যাপক নয় এমনধর্মী বিষয়ের ব্যাপ্তিকে বিষমব্যাপ্তি বলে। ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি বিষমব্যাপ্তি। ধূম বহ্নি অপেক্ষা কম স্থানে থাকে আর বহ্নি ধূম অপেক্ষা বেশি স্থানে থাকে। ধূম থাকলে সেখানে বহ্নি থাকে। কিন্তু বহ্নি থাকলে সেখানে ধূম থাকবেই - এমন নয়। ধূম না থাকলেও বহ্নি থাকতে পারে - যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ড। এজন্য ধূম দেখে বহ্নির অনুমান করা গেলেও বহ্নি দেখে ধূমের অনুমান করলে তা সবসময় ঠিক হয় না।

ব্যাপ্তিগ্রহ বা ব্যাপ্তি নির্ণয়ের উপায়:

ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমানের ভিত্তি। দুটি বিষয়ের মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ সামান্য বচনের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। প্রশ্ন হল কিভাবে এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বা এই সামান্য বচন প্রতিষ্ঠা করা যায়? ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে জানিয়ে যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি? কিভাবে জানি সকল ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান? ন্যায়মতে, ব্যাপ্তি নির্ণয়ের প্রণালী তিনটি এবং তা হল অন্বয়, ব্যতিরেক, ব্যভিচারাগ্রহ, উপাধি-নিরাকরণ, তর্ক ও সামান্যলক্ষণা প্রত্যক্ষ।

অন্বয়:- দুটি বিষয়ের একত্র উপস্থিতি হল অন্বয়। দুটি বিষয়ের একত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করে জানা যায় যে, সে দুটি

বিষয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে। যেমন পাকশালা, গোশালা, যজ্ঞবেদী প্রভৃতি স্থানে ধূম থাকে, বহ্নিও থাকে। এসব ক্ষেত্রে ধূম ও বহ্নির একত্র উপস্থিতি বা অন্বয় লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়।

ব্যতিরেক: দুটি বিষয়ের একত্র অনুপস্থিতি হল ব্যতিরেক। দুটি বিষয়ের একত্র অনুপস্থিতি বা ব্যতিরেক লক্ষ্য করে জানা যায় যে, সে দুটি বিষয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে। যেখানে বহ্নি নেই সেখানে ধূমও নেই। নদীতে, হ্রদে সমুদ্রে বহ্নি নেই ধূমও নেই। এসব ক্ষেত্রে ধূম ও বহ্নির একত্র অনুপস্থিতি বা ব্যতিরেক সম্বন্ধ থেকে তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়।

ব্যভিচার-অগ্রহ:- ব্যভিচার-অগ্রহ দ্বারাও ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায়। ব্যভিচার বলতে বোঝায় বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত, আর অগ্রহ বলতে বোঝায় অদর্শন বা দেখতে না পাওয়া। কাজেই ব্যভিচারাগ্রহ বলতে বোঝায় বিপরীত বা বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তের অভাব। যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি; ধূম আছে কিন্তু বহ্নি নেই - এমন বিপরীত দৃষ্টান্তের কোন নজির নেই। কাজেই ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে বলে আমরা জানি।

উপাধিনিরাস:- উপাধি বলতে বোঝায় শর্ত। কাজেই উপাধিনিরাস কথার অর্থ শর্ত-নিরাস বা শর্ত-নিরসন। শর্ত বা উপাধি থাকলে ব্যাপ্তি হয় না। ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য তাই উপাধির নিরাস প্রয়োজন। ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে উপাধি বা শর্তকে বাদ দিতে হবে। যেমন - বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধ শর্তাধীন কারণ বহ্নি থাকলে ধূমও থাকে যদি সে বহ্নি ভেজা কাঠ থেকে উৎপন্ন হয়। এই শর্ত থাকার

বলা বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বলা যাবেনা। কিন্তু ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ নিরুপাধিক বলে এদের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে।

তর্ক: তর্কের সাহায্যেও ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায়। প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিরোধী সিদ্ধান্ত যে নিশ্চয় অসম্ভব এটা দেখানোর জন্য যে সব যুক্তি প্রদর্শিত হয়, তাকেই বলে তর্ক। ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠায় নৈয়ায়িকগণ এপ্রকার তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা বলেন, 'সকল ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান' এই ব্যাপ্তিবাক্যটি সত্য না হলে তার বিরুদ্ধ বাক্য - 'কোন কোন ধূমবান বস্তু নয় বহ্নিমান' এটা অবশ্যই সত্য হবে। কিন্তু এমন বলার অর্থ হল কারণ ছাড়াই কার্য থাকতে পারে একথা স্বীকার করা। কেননা আমরা জানি, কারণছাড়া কার্য হয় না। ধূম সৃষ্টি করতে গেলে, সেখানে বহ্নি সৃষ্টি করতে হবে। এভাবে তর্কের মাধ্যমে ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ: আমরা যখন দুটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করি তখন তা কোন বিশেষ কালেই করি কিন্তু ব্যাপ্তি সম্বন্ধ কোন কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় কিন্তু তা কালাতীত অর্থাৎ তিন কালেই তার সম্বন্ধ আছে কিন্তু এইরূপ সম্বন্ধ কিভাবে সম্ভব? ন্যায় বৈশেষিকগণ বলেন এইরূপ সম্বন্ধ সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষের মাধ্যমেই সম্ভব। আমরা যখন কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি তখন তার সামান্যধর্মকেও প্রত্যক্ষ করি - আর ঐ সামান্য ধর্মের মাধ্যমে সর্বকালের বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, যেমন ধূম ও বহ্নির প্রত্যক্ষের সাথে সাথে ধূমত্ব ও বহ্নিত্বকেও প্রত্যক্ষ করা হয় আর তার মাধ্যমে সর্বকালের ধূম ও বহ্নির প্রত্যক্ষ হয়। আর সর্বকালের ধূম ও বহ্নির প্রত্যক্ষ হলে সর্বকালের ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধও প্রত্যক্ষ হয়।